গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে বিএনপির দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফের চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি এলাঙ্গী গ্রামের মোশাররফ হোসেন কালু, স্থানীয় নেতা খাইরুল ইসলাম ও রাসেল আহমেদকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এই সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের তথ্যমতে, সকাল ১০টা থেকেই উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন লাঠি নিয়ে কড়ইগাছি মোড়ে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের লোকজন রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভেতরে লাঠি নিয়ে অবস্থান করছিলেন।
উত্তেজনা নিরসনে বর্তমানে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সরকার পরিবর্তনের পরপরই রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে সরিয়ে দিয়ে ওয়ার্ড সদস্য সারগিদুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু বিএনপির গাংনী উপজেলা সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও তাঁর লোকজন দাবি করেছেন, সারগিদুল ইসলাম অবৈধভাবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া গরিবদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তিনি নিজের লোকজনের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করছেন। এর প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদে আসেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাশ বলেন, বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতাই বিএনপি সমর্থক্দের মামলায় জামায়াতের তিনজন গুরুত্বর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শুক্রবার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজারে।

আহতরা হলেন-একই এলাকার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন, ইয়ার আলীর ছেলে মাসুদ রানা ও ঝন্টু আলীর ছেলে জুয়েল আহমেদ।

আহত উজ্জ্বল হোসেন বলেন, আমরা বাজারে চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলাম এমন সময় বিএনপি সমর্থিত রিপন হোসেন আমাকে বলে জামায়াত এতো ভোট পাইলো কি করে? তারপর আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রিপন ও তার লোকজন মিলে আমাদের উপর অর্তকিত হামলা চালায়। এবং আমাদের বেধড়ক মারধর করে।

পরে স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

স্থানীয় রকিব হোসেন বলেন, আমরা পাশের দোকানে বসে ছিলাম এমন সময় দেখি বেশ কয়েকজন মিলে ধস্তাধস্তি ও মারামারি করছে। আমরা পরবর্তীতে উভয় পক্ষকে থামিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার বলেন,

সংঘর্ষের ঘটনার তথ্য পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছেছে। বতর্মানে উক্ত এলাকার পরিস্থিতি সাভাবিক। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ায় জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষে আহত-৫, আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরের জয়পুর গ্রামে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জামায়াত-বিএনপির ৫ জন সমর্থক আহত হয়েছে। এসময় দুইজন কে আটক করে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, বিএনপি সর্মথক আশাদুল ও জামায়াত সর্মথক-বাইজিদ, আবু ওবাইদা, মাহাফিজুর রহমান রিটন ও আইনাল গাজী। এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুইজন জামায়াত কর্মীকে আটক করে পুলিশ। আটকৃতরা হলেন, শহিদুল ও আশরাফ হোসেন।

পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজ দূরে বিএনপি এবং জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বিজিবি ঘটনাস্থে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে জয়পুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রধান কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এসময় ঘটনাস্থল থেকে জামায়াত সমর্থক দুই কর্মীকে আটক করে থানায়

নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চলছে।

দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত -৬; নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার উজলপুর গ্রামে শ্লোগান দেয়া নিয়ে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার সকালে দুটি দলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাতেই জেলা পুলিশের একটিদল সহ যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসিরা জানান, ঐদিন রাত ১০ টার দিকে দর্শনা উজলপুর গ্রামে বিএনপির একটি মিছিল বের হয়ে একই গ্রামের জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়ের সামনে পৌছিলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর উভয়ের মধ্যে সংঘর্ঘে জামায়াত সমর্থিত হাসান তারিখ (৫০)মেহেদি হাসান (৩৪) তারিকুল (৩০) ও বিএনপি সমর্থক মজিবর (৪০)জুনায়েদ সাকি(৩৪) রাকিব আলি (১৫) তাজুল হক (২০)বাবু ইসলাম
(২২) সহ ৮/১০ জন আহত হয় বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছে।

দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোঃ মোশারেফ হোসেন জানান বিএনপির মিছিল থেকে এক মদ্যাপ ব্যাক্তি আমাদের নির্বাচনি অফিসে ঢুকে বাজে মন্তব্য করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, পরে আমাদের অফিসের চেয়ার সহ আসবাব পত্র ভাংচুর করে, যা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। দর্শনা বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি জনাব আসলাম আলি জানান জামায়াতের লোকজন মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাতে মারামারি বাধিয়েছে, যা থানায় অভিযোগ করেছি।

দর্শনা থানার ওসি জনাব মেহেদি হাসান জানান উভয় পক্ষই পৃথক অভিযোগ করেছে, তদন্তের জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। চুয়াডাঙা সহকারি পুলিশ সুপার জনাব আনোয়ারুল কবির জানান খবর শোনার পরে রাতেই বিজিবি ও পুলিশের টহল নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, পরিস্হিতি শান্ত রয়েছে।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০জন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সাধুখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সাধুখালী গ্রামের শহিদুল মাস্টারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল একই এলাকার নূর আলী ও বাদশার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নূর আলী ও বাদশার লোকজন ওই জমি দখল নিতে গেলে শহিদুল মাস্টারের পক্ষের লোকজন বাধা দেয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে শৈলকুপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে

বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থান আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বিষ্ণুদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মনোহরপুর ইউনিয়নের যুবদল নেতা জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদ চৌধুরী ও শৈলকূপা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আবুল বাশার সাদাতের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

দুই দিন আগে বিষ্ণুদিয়া গ্রামে মসজিদের জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দুই নেতার ওই গ্রামের সমর্থকদের বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হয় অন্তত উভয় পক্ষের ১০ জন।

শৈলকূপা থানা ওসি হুমায়ুন কবির মোল্ল্যা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সবাইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীর ভাটপাড়ায় বিএনপি ও জামায়াত কর্মিদের মধ্যে

সংঘর্ষ, আহত ৬

মেহেরপুরে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় বিএনপি সমর্থক জিয়ারুল চৌধুরী ও জামায়াতের ৪ কর্মি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আহত জামায়াত কর্মীরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ভাটপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াত। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: রবিউল ইসলাম।

এসময় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, গাংনী উপজেলা জামায়াতের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব শফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুববিভাগের সভাপতি আবু সায়েম ও পৌর জামায়াতের আইন সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, রবিবার সকালে বিএনপি কর্মী জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালায়। এতে জামায়াতের চার স্থানীয় কর্মী আহত হন। আহতরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে জামায়াতের ইউনিট বায়তুল মাল বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের মুদি দোকানে কয়েকজন মহিলা জামায়াত কর্মী ইয়ানতের টাকা দেয়ার জন্য যায়। এসময় জান্নাত কেনা বেচা নিয়ে কথা হয়। পরে স্থানীয় বিএনপি কর্মি জামাল হোসেনের সাথে সোহরাব হোসেন ও শিশিরের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি হলে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: bdnews 24.com

[illegible]

[illegible]

আরোহী লিজন হোসেন নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালক রকিবুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে আশরাফপুরে একটি ইটভাটার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিজন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে এবং আহত রকিবুল সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের সামসুল হোদা মন্ডলের ছেলে। তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, চকশ্যামনগর থেকে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে লিজন ও রকিবুল আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে আসা বালি বোঝাই একটি ড্রাম ট্রাক আমদহের দিকে যাচ্ছিল। আশরাফপুর ইটভাটা নিকট পৌছালে অসাবধানবশত ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন মারা যান এবং চালক রকিবুল গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাকটি জব্দ করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় কারণ অনুসন্ধান চল